RANIGANJ GIRLS' COLLGE

Searsole Rajbari, Paschim Bardh-
-aman

Name :- Anamika Maji
Semester :- 6th (B.A 3rd year)
Roll No :- 230
BA Honours in Political science
Registration No :- KNUREG18113000
433

PROJECT WORK : → Core-14

dowry sistem in a object for in Power Women.

KAZI NAZRUL UNIVERSITY
ASANSOL

ADMIT

BA Honours SEMESTER VI EXAMINATION 2021

Name : ANAMIKA MAJI
Son/Daughter of : BAPI MAJI
Sex : Female *Roll No : 1131806121034001* *Session :2018-19*
Registration No :KNUREG18113000433
College Name : 113 Raniganj Girls' College

Courses Taken		
Course Type	Course Code	Course Name
CC-13	BAHPLSC601	Local Government in West Bengal
CC-14	BAHPLSC602	Project
DSE-3	BAHPLSDSE604	Politics in West Bengal
DSE-4	BAHPLSDSE605	Environmental Politics

Controller of Examinations

সূচিপত্র

① যৌতুক প্রথা :- ভূমিকা — পৃষ্ঠা - ১-২
② যৌতুক প্রথা কী :- — পৃষ্ঠা - ৩
③ যৌতুকের সংজ্ঞা :- — পৃষ্ঠা - ৪
④ যৌতুক প্রথা আবির্ভাবের কারণ :- পৃষ্ঠা - ৫, ৬, ৭,
⑤ ইতিহাসের প্রেক্ষাপট :- পৃষ্ঠা - ৮, ৯, ১০
⑥ ভারতের যৌতুক প্রথা :- পৃষ্ঠা - ১১, ১২, ১৩, ১৪
⑦ যৌতুক নেওয়া ও দেওয়ার দণ্ড :- পৃষ্ঠা - ১৫, ১৬
⑧ যৌতুক দাবি করার দণ্ড :- পৃষ্ঠা - ১৭, ১৮, ১৯, ২০
⑨ অপরাধের অসহায়তা :- পৃষ্ঠা → ২১, ২২, ২৩
⑩ যৌতুক নিষিদ্ধ আইন প্রণয়নের কাল পৃষ্ঠা - ২৩, ২৪,
⑪ যৌতুকের কুফল :- পৃষ্ঠা - ২৫
⑫ যৌতুকের অর্থনৈতিক সংকট :- পৃষ্ঠা - ২৬, ২৭
⑬ যৌতুক অপরাধের প্রকারভেদ :- পৃষ্ঠা → ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১
⑭ যৌতুকের কারণ :- পৃষ্ঠা - ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭
⑮ যৌতুকমুক্ততা :- পৃষ্ঠা - ৩৮, ৩৯
⑯ যৌতুক প্রথা প্রতিরোধের উপায় : পৃষ্ঠা - ৪০
⑰ যৌতুকের বিরুদ্ধে সচেতনতা - পৃষ্ঠা - ৪১
⑱ উপসংহার :- পৃষ্ঠা - ৪২
⑲ তথ্যসূত্র :- ৪৩
⑳ প্রকল্প তৈরির স্বীকৃতি :- পৃষ্ঠা - ৪৪
㉑ certificate :- ৪৫ প্রকল্পস্বীকৃতি - ৪৬

ভূমিকা :=>

যৌতুক প্রথাটি সামাজিক ব্যাধি, যা দীর্ঘ
কাল আমাদের সমাজকে আক্রান্ত করেছে,
বর্তমানে প্রথাটি ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে,

বৈদিক যুগে প্রাচীন বিবাহের রীতি
কন্যাসম্প্রদানের সাথে জড়িত, ধর্মশাস্ত্রে শর্ত
রয়েছে যে কন্যাদাতাকে দক্ষিণা না দেওয়া পর্যন্ত,
কন্যাদানের কর্মটি সম্পূর্ণ হয় না,
সুতরাং যখন কোনো কন্যাকে বরের হাতে সম্প্রদান
করা হয়, তখন তাকে নগদ কাঞ্চনের কিছু
দিতে হবে যা হল দক্ষিণা। ক্রমেই কন্যাদান
বরদক্ষিণার সাথে যুক্ত হল অলঙ্কার-সামগ্রী
পিতামাতা - আত্মীয়স্বজনের দ্বারা মেয়ে হিসেবে
বরকে দেওয়া যৌতুক উপহার হিসেবে, ভারতবর্ষের
মেয়ের বাড়িতে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, এবং
বরের জন্য সোনা ও রূপার বালা বা আংটি বা

[illegible] বিবর্তনের প্রথম পর্যায়ে, প্রতি [illegible] বাস্তুতন্ত্রের মাধ্যমে প্রকৃতি স্বেচ্ছাসেবী [illegible] ছিল, [illegible] আগে আগে [illegible] স্বেচ্ছাসেবী উপাদান [illegible] [illegible] এবং [illegible] উপাদান তৈরি করেছে, প্রতি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], তাদের পরবর্তী [illegible] [illegible] [illegible] তৈরি করেছে।

যৌতুকর প্রথম ধরী :=>

সেই সুদূর প্রাচীনকাল থেকে নারী জাতি ছিল অবহেলিত, শোষিত, নিপীড়িত হতো যৌতুকর হল কোনো মেয়ে বিয়েতে পিতা-মাতা সম্পত্তি হস্তান্তরিত প্রক্রিয়া মুসলমানদের মধ্যে বিবাহের চুক্তি অনুসারে কন্যা পক্ষকে বরপক্ষকে যে সম্পত্তিদের আদানকে বলে যৌতুক।

যৌতুক এর সংজ্ঞা :-

এই আইনের যৌতুক মানে দেওয়া বা সম্মত কোনো সম্পত্তি বা মূল্যবান নিরাপত্তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেওয়া হবে।

(ক) একপক্ষের দ্বারা অন্যপক্ষের বিবাহে বিবাহিত বা,

(খ) বিয়ের পক্ষ বা অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষ দ্বারা উভয়পক্ষের পিতামাতার দ্বারা উভয় পক্ষের বিবাহ বা অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে।

☑ উল্লিখিত পক্ষগুলির আগে বা বিয়ের পরে বা পুর আগে বা যে কোনো ও সময়, তবে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন প্রযোজ্য। ব্যক্তির ক্ষেত্রে ডাউর বা মোহর অন্তর্গত অন্তর্ভুক্ত নয়।

যৌতুক প্রথা আবির্ভাবের কারণ :-

প্রথমত: যৌতুক প্রথার প্রধান কারণ হল অর্থের লোভ, অনেক সময় অর্থের লোভে মেয়ের পরিবার ছেলেকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে চায়, আমাদের দেশ দরিদ্র তাই অর্থের লোভের প্রতিফলে বিনিময়ে ছেলের পক্ষ নিজে কী উন্নতি করতে চায়,

দ্বিতীয়ত: আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ আজও মনে করে যে নারীরা মর্যাদাহীন আর তাদেরকে প্রশংসা করার জন্য শুধু যৌতুক নেয়, শুধু অর্থ দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ দেখায় যে-

"যদি তোমাকে আমি বিয়ে করলাম না, তোমার বাবা তোমার বিনিময়ে টাকা দিয়েছে তাই আমি সম্পদকে বিবাহ করলাম তোমাকে নয়",

তৃতীয়ত; আজও স্ত্রীরা হল নির্ভরশীলা/অশিক্ষিত শিক্ষায় অনগ্রসর, আজও বেশির ভাগ মেয়েই ভাবে পুরুষের উপর নির্ভর করেই জীবনটাতে হবে, তাই পাত্রপক্ষকে খুশি রাখতে হবে, তাই এই যৌতুক প্রথা রয়ে গিয়েছে।

চতুর্থত; অনেক ছেলের উচ্চাবিলাসী জীবনযাপনের বাসনা থেকে, আজকের দিন ও অনেক ছেলের মুখে একথা শোনা যায় না যে, **বাপের টাকা জমাবো**, শ্বশুরের টাকা ওড়াবো। আর এটাই প্রথা উদ্ভবের অন্যতম কারণ।

পঞ্চমত; অনেক ছেলের উচ্চাবিলাসী জীবন যাপনের বাসনা থেকে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীপুরুষের বৈষম্যই যৌতুক প্রথা সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

ষষ্ঠত; আজও অনেক মেয়ের বাবা-মা এই ভয়ে ভীত হয় যে, মেয়েকে যৌতুক না দিলে শ্বাশুড়ি ও ননদের গঞ্জনা

P.T.O

শুনতে হবে, এবং স্বামীর কথাগুলো শুনতে হবে। আর পুলিশের ঘটনা মেয়েদের যদি আত্মহত্যার দিকে নিয়ে যায়, সেটা হবে অপরাধ। সেটা আমার বিবেচনা এবং উপলব্ধি দেয়।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট :->

দক্ষিণ এশিয়ার যৌতুকের ইতিহাস স্পষ্ট নয়, কিছু পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে যৌতুকপ্রথা প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল, কিন্তু কিছু তা করেন না, ঐতিহাসিক প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদনগুলি, যেমনটি নীচে আলোচনা করা হয়েছে, প্রস্তাবিত প্রাচীন ভারতে যৌতুক তুচ্ছ ছিল না, এবং কন্যাদের উত্তরাধিকার সূত্রে অধিকার ছিল, যা তাদের বিবাহের সময় প্রচলিত ছিল। প্রামাণ্য প্রমাণ থেকে জানা যায় যে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যৌতুকের পরিবর্তে কনে দামঃ প্রচলন ছিল প্রচলিত রীতি, যার ফলশ্রুতিতে খুব দরিদ্র ছেলেরা অবিবাহিত থাকে।

মাইকেল উইটজেল দাবি করেছেন যে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে বৈদিক যুগে যৌতুকের অনুশীলন তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না, বলে বোঝায়।

P.T.O

উইন্টজেল আরও উল্লেখ করেছেন যে প্রাচীন ভারতে মহিলাদের নিয়োগের অধিকার বা তাদের কোনো ভূমি ছিল না বলে সম্পত্তি সম্পত্তি অধিকার ছিল।

☑ ম্যাকডোনেল হতে কিথের অনুসন্ধানগুলি উইন্টজেলের আগে সমালোচক অবস্থার থেকে পৃথক; তারা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের উদ্ধৃতি দিয়েছিল যে ব্রাহ্ম - হতে বিবাহ - দানব - উৎসবগুলিতেও নারীর দাম দেওয়া হয়েছিল বলে পরামর্শ দেয়, যেহেতু যখন আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনো ভূ- প্রাপ্তির আগে ঘটেছিল তখন যৌতুক প্রথা খুব কম সাধারণ ছিল, প্রাচীন ভারতে মহিলাদের জন্য সম্পত্তির অধিকার বৃদ্ধি পেয়েছে, ম্যাকডোনেল হতে কিথের পরামর্শ, পুরাণ যুগে কেবলের প্রাচীন সাহিত্য প্রস্তাব দেওয়া দাবী সমর্থন দেওয়া হয়। বিয়ের ভিত্তির যৌতুকদায়ী বিবেচনা হতে দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

P.T.O

ছিল মনু এবং অন্যান্য প্রাচীন ভারতীয় ব্যবস্থার
সমর্থকরা, নারীবাদীরা পরামর্শ দেয় যে মনু
এবং অন্যদের দ্বারা লিখিত বিধি কর্তব্য যেমন
করণে। বিবাহের উদযাপনে অজ্ঞাত হয়ে ছিল
আনুষ্ঠানিক পোশাক এবং অনুষ্ঠানগুলি উভয়ের
হিসাবে ছিল যা তার সম্পত্তি ছিল, বর দ্বারা দাবী
করা বা বোঝানো সম্পত্তি ছিল, বর দ্বারা দাবী
নারীবাদীরা আর ও উল্লেখ করেছে যে বর্তমান
বিয়েতে মানুষের মনে দান বস্তু নারীদের
ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয় না।

ভারতে যৌতুক ব্যবস্থা :-

(1) বৈষয়িক পণ্য, নগদ এবং স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি যে কনের পরিবার বর, তাঁর মা-বাবা এবং শর্ত হিসাবে তার আত্মীয়স্বজন দেয় বোঝায় বিবাহ,

(2) যৌতুকটি মূলত কনের আগে বরের পরিবারকে নগদ অর্থ প্রদান বা মেয়েকে বিয়ের উপহার হিসাবে দেওয়া হয়, এতে নগদ, গয়না, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, আসবাব, বিছানা, ক্রোকারিজ, বাসন পত্র, যানবাহন এবং অন্যান্য গৃহস্থালী সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত থাকে যা নববধূর তাদের বাড়ি স্থাপনে সহায়তা করে।

(3) পণ হিসাবে উল্লেখ করা হয় Dahez শব্দটি আরবি।

(4) ভারতের সুদূর পূর্ব অঞ্চলে যৌতুককে আন্দবলে বলা হয়। যৌতুক ব্যবস্থা কনের পরিবারকে প্রচুর আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দিতে পারে।

P.T.O

⑤ কিছু ক্ষেত্রে যৌতুকের ব্যবস্থা আবার বিভিন্ন অপরাধের দিকেও পরিচালিত করতে হতে অত্যাচার নির্যাতন এবং আঘাত থেকে শুরু করে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে।

⑥ যৌতুক পরিস্থিতির দীর্ঘ যৌতুক নিষিদ্ধ করণ আইন 1961 এবং পরবর্তীকালে সেকশন 304 বি এবং 498A সহ অনুচ্ছেদ ভারতীয় আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ করা হয়েছে : যৌতুকের অর্থ প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে প্রদত্ত বা সম্মত সম্মত যেকোনো সম্পত্তি বা মূল্যবান সুরক্ষা দেওয়া আছে। (ক) বিবাহিত ভাবে অন্য পক্ষের আগে একটি পক্ষ বিবাহ দ্বারা; বা (খ) এর পিতামাতার দ্বারা উভয়পক্ষের বিবাহের ক্ষেত্রে বা অন্যকোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে বিবাহিত হওয়ার আগে বা পরে উল্লেখিত পক্ষগুলির বিবাহ হিসাবে বিবেচিত হয়, তবে ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ডাওর বা মাহর অন্তর্ভুক্ত নয় যার জন্য মুসলিম ব্যক্তিগত আইন প্রযোজ্য।

P.T.O

(৮) - হর ভারতীয় দেওয়ানী কোড, যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন ১৯৬১ যৌতুকের আওতাভুক্ত করেছে।

(৯) আদালতের রায় যৌতুকের আইনী আওতা নিরূপণ করে।

যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন দ্বারা বিবেচিত অভিব্যক্তির অর্থে "যৌতুক" শব্দ বিবাহের সাথে সংযুক্ত অবিচ্ছেদ্য জোটবদ্ধ হওয়া উচিত, সুরক্ষার সম্পত্তির দাবী, অর্থাৎ, প্রতি কনের বাবা-মা বা আত্মীয়দের পক্ষ থেকে বর বা তার পক্ষ থেকে বিবেচনা করা হয়, পিতা-মাতা অথবা অভিভাবক কনে থেকে বিয়ের চুক্তির জন্য।

(10) যৌতুক নিষিদ্ধ আইন আইনে, ১৯৬১ হর ৩ অনুচ্ছেদে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে যৌতুক দেওয়া বা নেওয়া ক্ষেত্রে যে দণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

P.T.O

তা বর - কনের। বধূর স্বেচ্ছায় দেওয়া উপহারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না। এখানে তাদের কোনো দাবি করা অনুচিত।

(11) যদিও যৌতুকের বিরুদ্ধে ভারতীয় আইনগুলি কনেপক্ষের স্বার্থ রক্ষা করে কার্যকর ছিল, তবে তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অকার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

(12) যৌতুকের প্রথা ও প্রথার প্রচলন ভারতের অনেক জায়গায় অব্যাহত রয়েছে, যা প্রয়োগের উদ্দেশ্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

(13) ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৯A ধারায় কোনো স্ত্রী যদি যৌতুক সংক্রান্ত অভিযোগ করতেন তবে বর ও তার পরিবারকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রেপ্তার করা যেতো। কোন, আইনটি অন্যায়ভাবে ব্যবহার হয়েছিল হতে ০২.০২৪ আরো

P.T.O

সুপ্রিমকোর্ট রায় দিয়েছে যে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদন ছাড়া গ্রেপ্তার করা যাবে না।

—————— ০ ——————

-: রাজ্য সংশোধন সমূহ :-

যৌতুক দেওয়ার বা নেওয়ার দণ্ড :-

① শুধু আইনটি সমূহের পরে যদি কোনো ব্যক্তি যৌতুক দেওয়ার বা নেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রহণ বা সূচনা করে তবে সে দণ্ডনীয় হবে। [কোনো মেয়াদে কারাদণ্ড যা ছয় মাসের কম নয়] [পাঁচ বছর পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে এবং জরিমানা যা পনের হাজার টাকার ও কম হবে না বা ঐ জাতীয় যৌতুকের মূল্যের পরিমাণ, যা আরও বেশি হবে :]

◘ তবে শর্ত থাকে যে আদালত বাধ্যতামূলক ন্যূনতম করার জন্য পর্যাপ্ত এবং বিশেষ

P.T.O

বসানো [পাঁচ বছরের কম মেয়াদে কারাদণ্ড বিধান আরোপ করতে পারে।]

② উপ-ধারা (১) : এর কোনো কিছুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না,

(ক) বিয়ের আগে বিয়ের সময় যে উপহার দেওয়া হয় (যে জন্য কোনও দাবি ছাড়াই) শুধু আইনের অধীন প্রণীত অনুসারে রক্ষণাবেক্ষণের অভিযোগ এই জাতীয় উপহার প্রত্যেক বলানো হয়, তবে :

(খ) বর বধূর আগে বিয়ের সময় প্রদত্ত উপহারগুলি (তার পক্ষে কোনও দাবি ছাড়াই।

যৌতুক দাবি করার দণ্ড ঃ-

যদি কোনো ও ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে পিতামাতা বা অন্য আত্মীয় বা বরের বা কনের অভিভাবকের কাছে যৌতুক দাবি করেন তবে যে কোনো ও দোষীদের ক্ষেত্রে, তাদের কোনো ও মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যা হবে না, ছয় মাসের ও কম, তবে তাহা দুই বছর হতে জরিমানা যা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে।

▣ তবে শর্ত থাকে যে আদালতে রায়টিতে উল্লেখ করার জন্য পর্যাপ্ত কারণ বিশেষ করাবো, ছয় মাসের ও কম সময়ের জন্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারে।

▣ যৌতুক দেওয়ার বা নেওয়ার চুক্তি

বাতিল হওয়া উচিত এবং যৌতুক দেওয়ার বা নেওয়ার যেকোনও চুক্তি বাতিল হবে।

■ স্ত্রী বা তার উত্তরাধিকারীদের সুবিধার্থে যৌতুক প্রাপ্তি।

① যেখানে বিবাহ ব্যতীত বিবাহ ব্যতীত মহিলা ব্যতীত অন্য যেকোনো যৌতুক প্রাপ্ত হয়, সেই ব্যক্তি তা মহিলার নিকটে স্থানান্তর করতে হবে।

(ক) যদি বিবাহের তারিখের পরে [তিন মাসের মধ্যে] বিয়ের আগে যৌতুক প্রাপ্ত হয়, বা

(খ) যৌতুক প্রাপ্তির তারিখের পর [তিন মাসের মধ্যে] যদি বিয়ের সময় বা তার পরে প্রাপ্ত হয় বা।

(গ) চৌদ্দ বছর বয়সে আঠারো বছর বয়স পার হওয়ার পরে [তিন মাসের মধ্যে] যখন নাবালিকাদের যৌতুকটি নেওয়া হয়েছিল, তা মহিলার সুবিধার জন্য তা আমানতে রাখা উচিত

P.T.O

(১) এর প্রয়োজন অনুসারে কোন ও সম্পত্তি হস্তান্তর করতে ব্যর্থ হন, [বা - উপ-ধারা]
(৩) এর অনুসারে, তিনি কোনটি মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন [যা ছয় মাসের কম হবে না, তবে যাহার মেয়াদ দুই বছর বা জরিমানা হতে পারে যা পাঁচ হাজার টাকার কম হবে না, তবে যা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত বা উভয়দণ্ডে বাড়তে পারে]

(৪) (২) যদি কোন ও ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উপধারা,

(৩) উপধারা (১) এর অধীন যে কোন ও সম্পত্তির অধিকারী মালিক অধিগ্রহণের পূর্বে মারা যায়, সেই মালিকের উত্তরাধিকারীরা আদালত অধিকৃত ব্যক্তির নিকট হতে দাবীদার।

[তবে শর্ত থাকে যে ঐ জাতীয় মালিকের বিরুদ্ধের সাত বছরের মধ্যে মারা যায়, অন্যথায়

প্রাকৃতিক কারণে নয়, তবে ঐ জাতীয় সম্পত্তি হবে,

(ক) যদি তার কোন সন্তান না হয়, তবে তার বাবা - মায়ের মধ্যে স্থানান্তরিত হবে, বা

(খ) যদি তার সন্তান হয়, তবে এ - জাতীয় বাচ্চাদের মধ্যে স্থানান্তরিত হবে, এবং এ জাতীয় স্থানান্তর মুলতুবি রয়েছে, এ জাতীয় শিশুদের জন্য আমানত রাখা হবে।

[৩ এ: যেখানে উপধারা]

(১) এর অধীন কোনো ব্যক্তি উপধারা (৩) এর দ্বারা প্রয়োজনীয় কোনো ও সম্পত্তি স্থানান্তর করতে ব্যর্থতার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছে।

(৪) এই ধারায় থাকা কোনোকিছুই ধারা ৩ - বা ধারা ৪ - এর বিধানগুলিতে প্রভাবিত করবে না।

অপরাধের জ্ঞানীয়তা :⇒

(ক) ফৌজদারি কার্যবিধি; ১৯৭৩ (১৯৭৪ সালের ২) নং আইনের অধীনে যাহা অন্তর্ভুক্ত

(খ) মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের তুলনায় নিম্নতর কোনো আদালত এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধের বিচার করতে পারবেন না,

(গ) কোনো আদালত ব্যতীত এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধ বিবেচনা করবে না,

(i) নিজস্ব জ্ঞান বা এই জাতীয় অপরাধ গঠিত তথ্যগুলির উপর ভিত্তি পুলিশের প্রতি-বেদন বা,

(ii) অপরাধের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা বাবা - মা - বা এই জাতীয় ব্যক্তির অন্য আত্মীয়, বা কোনো ও স্বীকৃত কল্যাণ সংস্থা বা সংস্থার দ্বারা অভিযোগ।

P.T.O

(গ) এই আইনের অধীনে কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত কোন ব্যক্তির পক্ষে এই আইন দ্বারা অনুমোদিত যে কোন সাজা শুধুমাত্র আইন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে বৈধ হবে,

(ঘ) অপরাধগুলি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হতে হওয়ার জন্য জ্ঞানীয় হতে হবে [অ-জামিনযোগ্য] হবে - অ যৌগবদ্ধ

(২) ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ (১৯৭৪ এর ২ সালের ২), এই আইনের অধীনে অপরাধগুলিতে প্রযোজ্য হবে, যেমন তারা জ্ঞানীয় অপরাধ ছিল Were.

(ক) এই জাতীয় অপরাধের তদন্তের উদ্দেশ্য হতে

(খ) ব্যতীত অন্যান্য বিষয়গুলির উদ্দেশ্য।

(৭) এই কোডের ৪২ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিষয়গুলি হতে

(ii) ওয়ারেন্ট ছাড়াই বা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়াই সন্দেহভাজন ব্যক্তির গ্রেপ্তার।

② এই আইনের অধীনে প্রতিটি অপরাধ হল (অ-জামিনযোগ্য) এবং অপ্রাবিধান।

রাজ্য অনুমোদন সাপেক্ষে

[৪- এ বিষয়ে মামলায় প্রমাণের বোঝা, যেখানে যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধারা ৩ এর অধীনে যৌতুক গ্রহণ বা জালিয়াতির জন্য মামলা করা হয়, বা ধারা ৪ এর অধীনে যৌতুক দাবি করার কারণে, এই ধারার অধীনে তিনি কোনো অপরাধ করেননি তা প্রমাণ করার ভার হবে Shall তার উপর।]

যৌতুক নিষেধ আধিকারিকগণ ঃ⇒

⑦ রাজ্য সরকার যতজন যৌতুক নিষেধ আধিকারিককে উপযুক্ত বলে মনে

করবে। নিয়োগ করতে পারে, এবং এই আইনের আওতায় তারা তাদের বুদ্ধি প্রয়োগের এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে, এমন ক্ষেত্রগুলি নির্দিষ্ট করতে পারে।

(২) প্রত্যেক যৌতুক নিষেধ কর্মকর্তা নিম্নোক্ত ক্ষমতা ও কার্যাদি অনুশীলন ও সম্পাদন করবেন, যথা

(ক) এই আইনের বিধিগুলি মেনে চলছে কিনা তা দেখতে।

(খ) যৌতুক গ্রহণ বা দাবী করা, যথাসম্ভব প্রতিরোধ করা।

(গ) এই আইনের অধীনে অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তিদের বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণ সংগ্রহ করা হবে

(ঘ) রাজ্য সরকার দ্বারা অর্পণ করা বা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিগুলিতে বর্ণিত অতিরিক্ত কার্য সম্পাদন করা।

যৌতুক ব্যবস্থা :⇒

যৌতুক ব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রথমে প্রাচীন প্রীতি প্রেম এবং যত্ন এবং নতুন বিবাহিতদের সমর্থন করার জন্য প্রবর্তিত হয়েছিল। এটি কনের কাছ থেকে বরের পরিবারের সম্পত্তি হস্তান্তর করার প্রক্রিয়া, যেটা সিস্টেমটি তার আসল উদ্দেশ্যটি হারিয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক সমস্যা এবং অন্যায়ের জন্য উৎসে পরিণত হয়েছে।

যৌতুকের আইনি অপব্যবহার :=>

সমালোচনা :⇒ সমালোচনা হচ্ছে যে যৌতুকের আইনগুলি প্রায়শই অপব্যবহার করা হয়, বিশেষত ভারতীয় দণ্ডবিধির 498A ধারাটি যেভাবে অনেকের পুলিশ দ্বারা ব্যক্তির গ্রেফতারের কারণে অপব্যবহারের প্রবণ বলে মনে করেন, অনুযায়ী ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো পরিসংখ্যান, ২০১২ সালে, 47,951 অভিযোগের প্রায় ২০০,০০০ মানুষ, যৌতুক অপরাধের বিষয়ে গ্রেফতার করা হয়, তবে অভিযুক্তদের মধ্যে মাত্র 15% দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।

☑ 498 এর অনেক ক্ষেত্রে, বিবাহ চুক্তিতে ছাড়াই বিপুল পরিমাণ যৌতুক দাবি করা হয়, এমনকি বিবাহ তালাকের স্ত্রী অভিযোগ করতে পারেন, যেটিতে যৌতুক হিসাবে কোনটি কোনটি কোথায় দিয়েছেন এবং

যেহেতু এটি একটি আমলযোগ্য মামলা, তাই পুলিশ মামলা দায়ের করতে বাধ্য। এবং বৈবাহিক ক্ষেত্রে স্ত্রীর বা তার বাবা-মা-ভাইয়ের অনুমতি এবং দুই পক্ষের অভিযোগের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

যৌতুক অপরাধের প্রকারভেদ :-

হিন্দুধর্মে অনুযায়ী বিবাহিত মহিলারা যৌতুক সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার লক্ষ্য হতে পারে, কারণ তিনি তার নতুন স্বামীর সাথে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে আবদ্ধ রয়েছেন। কিছু ক্ষেত্রে কন্যার পরিবার থেকে অর্থ ও সম্পত্তি আদায়ের জন্য যৌতুক হুমকি বা নির্যাতনের পরিস্থিতি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি নতুন কনেদের মধ্যে দেখা যেতে পারে, যারা দুই পরিস্থিতিতে সব চেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ।

P.T.O

হত্যার হুমকির বা ঘটনা নিয়ে যৌতুকের অপরাধ আদালতে যেতে পারে, যাতে কন্যার পরিবার তাদের কন্যাকে রক্ষার জন্য তারা ও যৌতুক নিষিদ্ধ আছে। উত্তর - ও পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে ভারত যৌতুক সংক্রান্ত আইন- -আতার ন্যায় প্রদর্শন করুন।

☐ যৌতুকমুক্ত ভারতে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে প্রকৃতি বড় একটা অবদানকারী হিসাবে বিবেচনা করা হয়, এর মধ্যে কয়েকটি অপরাধের মধ্যে শারীরিক অভিযোগ, মানসিক নির্যাতন জবরদস্তিমূলক বিয়ে আইন লঙ্ঘন এবং যুবতী মেয়েদের হত্যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যৌতুক অপরাধের উদাহরণ হিংসার, নির্যাতন এবং অর্থনৈতিক চাপ, অন্যান্য অভিযোগের যৌন হয়রানির অন্তর্ভুক্ত এবং পেশাগত যৌতুক মৃত্যুর।

প্রতারণা :=>

১৮৩৫ সালের কলকাতার একটি জুয়েলারির দোকানে, বালিগঞ্জে আসল, সোনা- কলকাতিয়ান পুরুষদের যৌতুক ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে যাওয়ার একটি ঘটনাটি প্রকাশ করেছিল, শুধু পুরুষেরা প্রতারণামূলকভাবে একটি নতুন করেছে সর্বাঙ্গে ভরতে নিয়ে আসত, কিন্তু তার পরে স্ত্রী কিনে ত্যাগ করে কলকাতায় ফিরে যায়। এবং তার যৌতুকের অধিকার আদায় করার আগে আগেই তাকে ছেড়ে চলে যায়।

নিষ্ঠুরতা :=>

সম্পত্তির চাহিদা বা মূল্যবান সুরক্ষার দাবিতে তাকে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে নিয়ে মহিলা ও আত্মীয়দের নির্যাতন বা হয়রানির আকারে নিষ্ঠুরতা যৌতুকের অপরাধের প্রকাশ্যতার নিষ্ঠুরতা

যৌনিক অমানবিক আচরণের মুখে পড়ে. বা অভিভাবকের বা তার পরিবারকে যৌতুকের দাবিতে বাধ্য করতে বাধ্য করার জন্য আঘাতের বা অপমানজনিত আচরণের মুখে পড়ে, অন্যের ক্ষেত্রে নিষ্ঠুরতা যেমন কিছু অভিযোগকারীকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করতে পারে. এবং তৃতীয় ধারাতে যৌতুক, বিরোধী আইন দ্বারা বিভিন্ন অপরাধী হয়েছে.

ঘরোয়া অহিংসতা :=>

গার্হস্থ্য অহিংসতার মধ্যে আপত্তিজনক ও দুর্ব্যবহার পূর্ণ আচরণের বিস্তৃত বর্ণালী রয়েছে, যার মধ্যে শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক এবং যৌন অহিংসতার পাশাপাশি ভয়, বিচ্ছিন্নতা এবং জবরদস্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর আইন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট ২০০৫ থেকে নারীর সুরক্ষা যে আইনের অধীনে গার্হস্থ্য অহিংসতা ও রক্ষা করার জন্য নারী অধিকার,

আত্মহত্যা :→

ভারতের দু দশকের আগে স্বামী ও তার পরিবার দ্বারা অত্যাধিক নির্যাতন চালিয়ে যাওয়ার ফলে হতাশাগ্রস্ত মহিলা আত্মহত্যা করতে পারে, পূর্ব বছরের পরিপ্রেক্ষিতে, যৌতুকের অপরাধ হিসাবে আত্মহত্যার প্রবণতা পর্যন্ত প্রসারিত হয়, যার অর্থ আত্মহত্যা করতে পরামর্শ, উৎসাহ দেওয়া বা সহায়তা প্রদান করার জন্য সমস্ত কাজ হতে প্রত্যেকটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যৌতুকের প্রভাবে হতাশার মানসিকতা অসহায় ও মরিয়া হয়ে উঠতে পারে, যা মানসিক আঘাত হতে নির্যাতনের শিকার হতে পারে, যৌতুক সম্পর্কিত মানসিক চাপের কারণে মানসিক আঘাত, হতাশা হতে আত্মহত্যা হয়, আত্মহত্যা করার অপরাধীতে উল্লেখযোগ্য কারণ অনেক ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা প্রায়শই হবার আত্মপক্ষ সমর্থন করে যে শিকার আত্মহত্যা করেছে।

যৌতুকের কারণ :=>

ভারতে যৌতুক প্রথার কারণানুসারে বিভিন্ন কারণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক কারণ ও সামাজিক বিষয়গুলি।

অর্থনৈতিক কারণ :=> যৌতুক প্রথাতে অবদান রাখার মতো অনেক অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি হল উত্তরাধিকার ব্যবস্থা এবং কনের অর্থনৈতিক অবস্থান।

☐ কিছু পরামর্শ উল্লেখিত করে দুর্বল আইনী প্রতিষ্ঠানের দিকে ইঙ্গিত করে যা উত্তরাধিকারের অধিকার কেবল পুরুষদের মধ্যে রেখে যায় Women.

① এটি তাদের স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির উপর নির্ভরশীল মহিলাদের ছেড়ে দেয়, যারা বিবাহের সময় যৌতুক রাখে।

② ১৯৫৬ সালের আগে, ব্রিটিশরাজ আমলে সহ কন্যাদের পরিবারের সম্পত্তির উত্তরাধিকারের

সেক্ষেত্রে অধিকার ছিল না। ১৯৫৬ সালে, হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের অধীনে ভারত, হিন্দু, শিখ এবং জৈন পরিবারের সম্পত্তি বন্টন এবং পুত্রদের সমান আইনী মর্যাদা দিয়েছে, যেখানে উত্তরাধিকার আইন সংস্কার ও যৌতুক প্রথাকে প্রক্রিয়া হিসাবে অব্যাহত রয়েছে, যার অধীনে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (১৯৫৬) এর অধীনে নারীর আদালতের তত্ত্বাবধানে সামাজিক আশা যাওয়ার পরিবর্তে প্রথাকে সামাজিক প্রক্রিয়া দ্বারা প্রথাকে বন্টন-নের তার। এই সম্পর্কিত সম্পত্তি বিতরণ করা হয়।

☐ যৌতুক এর সম্পর্কে তত্ত্বের ভিত্তিতে বিয়ের উপহারের জন্য অন্যান্য তত্ত্বের বিবাহের সম্পত্তি মহিলাদের অর্থনৈতিক এবং আর্থিক সুরক্ষা দেয়। যদি পারিবারিক সম্পদ স্থানান্তর করতে সহায়তা করেছিল, এবং যৌতুক আসে কনেদের সুরক্ষা প্রদান করেছিল। এই ব্যবস্থাটি

প্রিমর্টেম উত্তরাধিকার হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে, যেহেতু প্রথাবার ক্ষেত্রেও মহিলাদের অভিভাবক উপহার হিসাবে উপস্থাপন করা হয়, তিনি পারিবারিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে যেতে পারেন।

☑ অনেকের কাছে যৌতুক পরিবারের পক্ষে এক বৃহত্তর আর্থিক বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তারা এর থেকে দাবির উপর ভিত্তি করে পরিবারকে নিঃস্ব করতে পারে। অনেকেই আগে আগে যৌতুকের তালিকা বেড়েছে।

সম্পত্তির বণ্টন :-

ভারতের হিন্দু সমাজে বিবাহের মাধ্যমে হওয়া আত্মীয়তা সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবদান রাখে, উত্তরে বিবাহ অধিকাংশ প্যাট্রিলোকাল (স্বামীর পরিবারের সাথে থাকা) পদ্ধতি অনুসরণ করে, যেখানে কনে পরিবারের একান্ত অন্তর্ভুক্ত সদস্য হয় ও এই ব্যবস্থা সম্পত্তি বণ্টনে উত্তরাধিকার হয়। বিয়ের পরে কনের পরিবারের কনের জন্য পূর্বসূরি উত্তরাধিকার হিসাবে বাদ দেওয়ার ধারণা। দক্ষিণে, বিবাহ প্রায়শই প্রায়শই কনের পরিবারে পরিচালিত হয়, উদাহরণস্বরূপ নিকটাত্মীয় বা ক্রস কাজিনদের মধ্যে হওয়া তার পরিবারের নিকটতম আত্মীয়তা দৃঢ় হয়। তদুপরি, কনেদের জমির উত্তরাধিকারী হওয়ার ক্ষমতা থাকতে পারে, যা বিবাহে তাদের আরও মূল্যবান করে তোলে এবং যৌতুকের সুযোগকে সর্বনিম্ন দেওয়ার দাম সীমিত।

P.T.O

☑ যৌতুক, আঞ্চলিক রীতিনীতি বা অনেককে প্রভাবিত করতে পারে। যেমন কিছু রীতিনীতি ধারাবাহিক হতে যৌতুকের প্রত্যাশা বাড়ে- আয়েরা, বিবেচনা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, ২০১৮ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে যৌতুক সর্বদা লোকেদের দৃষ্টিভঙ্গি কে লোকেতে যৌতুক বিরাজমান, ২০১০ সালের দ্বারা পরিচালিত একটি গবেষণায়, ৭৯% শিক্ষার্থী প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন যে, বিবাহিত যৌতুক বিবাহের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবে তাদের পিতা মাতার ৫০% আশাব্য প্রত্যাশিত যৌতুক দেন,

☑ ভারত যখন নারীর অধিকারের জন্য অগ্রগতি করে চলেছে, তখনও মহিলারা তাদের পরিবারের অধীনস্থ অবস্থানে রয়েছে, মহিলাদের শিক্ষা, আয়, এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে, যৌতুক সিস্টেমের পরে দেখা হতে প্রবণতা মহিলাদের তার উপর রয়েছে

P.T.O

মত নিম্নবর্ণের জন্য বিবাহ।

ধর্মীয় কারণ :-

ভারতে যৌতুক কেবলমাত্র নির্দিষ্ট ধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিস্তৃত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতীয় মুসলমানদের যেমন যৌতুক বলে Jahez, Jahez - ই Fatimi পরিপ্রেক্ষিতে অনুশীলনের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করার, মুসলমান সমাজবাদীরা জাহেজকে দুটি ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করে, প্রথমটি কনের পোশাক ও বিবাহ জীবনের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস রয়েছে, অপরটি মূল্যবান জিনিসপত্র, আসবাবপত্র, গয়না, বরের পরিবারের জন্য প্রচুর অর্থ দিয়ে তৈরি, যা দরকষাকষির পরে নির্ধারিত হয়। Jahez প্রায়শই পর্যন্ত ধরে অতিথেয়তা করে baraat ও বিয়ে দল, ইত্যাদি। Jahez যেমন নগদ পেমেন্ট থেকে পৃথক আরও কনে-মোহর যে শরিয়া ধর্মীয় আইন প্রয়োজন,

যৌতুকের মৃত্যু :-

যৌতুকের মৃত্যুর ঘটনা ও যৌতুক হত্যার মধ্যে যৌতুকের অসন্তুষ্টি সূত্রায় তারা বিবাহের পর-পরই কনের আত্মহত্যা বা তার স্বামী এবং তার পরিবার দ্বারা হত্যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, যুক্তি আর-রণাত স্বামীর পরিবার দ্বারা পূর্ববর্তী অত্যাচারিত নির্যাতনগুলির জন্য অশান্তি। বেশির ভাগ যৌতুকের মৃত্যু ঘটে যখন যুবতী মহিলারা হয়রানি বা নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে। নিজেকে ঝুলিয়ে বা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। যৌতুকের মৃত্যুর মধ্যে কনে জ্বালানোও রয়েছে, যেখানে কনে কেরোসিনে কনে গায়ে স্বামী বা তার পরিবার দ্বারা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, কখনও কখনও ও আত্মহত্যা করার কারণে তাদের কন্যা আত্ম-হত্যা করতে পারে।

☑ নববধূ পোড়ানো আকস্মিক দুর্ঘটনা বা আত্মহত্যার প্রচেষ্টা। হিসাবে

জন্মনিরোধক বড়ি গ্রহণ করে, যেমন থ্রোম্বোসিস আকস্মিক মৃত্যু, মৃত্যুর পরে অপ্রতুল প্রমাণ হতে বেঁচে থাকার মতো। বস্তুত কারণে। বর্ণিত যৌতুক মৃত্যুর সর্বাধিক সাধারণরূপ, যেমন জ্বালানো হত্যা ও বিষ, শ্বাসরোধ, অ্যাসিড আক্রমণ ইত্যাদির। এর উদাহরণ রয়েছে, যার ফলস্বরূপ কনের পরিবার বধূদের মৃত্যুবরণ করতে পারে।

☑ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো অনুসারে ভারত তার বৃহত্তম জনসংখ্যার সাথে যুক্তরাষ্ট্র যৌতুকের সাথে জড়িত মৃত্যুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বলে রিপোর্ট করে। ২০১২ সালে, সারা দেশে ৮,২৩৩ যৌতুকের সাথে জড়িত মৃত্যুর সংখ্যা ২০১৩ সালে ৮,০৮৩ জন যৌতুকের মৃত্যু খবর পাওয়া গেছে। এর অর্থ যৌতুক সম্পর্কিত অপরাধ প্রতি ৯০ মিনিটের মধ্যে একজন মহিলার মৃত্যু বা ভারতে প্রতি 100,000 মহিলার প্রতি বছরে 1.4 মৃত্যুর কারণ হয়।

যৌতুকের প্রথা সমাধান ঃ=>

তাই অধিকাংশ যৌতুক প্রথার দ্বারা যেভাবে নারীর নির্যাতিত হয়। তা বলতে গিয়ে বলেছেন যৌতুকের অর্থ দিতে না পারলে অনেক নারীকে নির্যাতনের শিকার হতে হয়। শুধু তাই নয় মানসিক নির্যা-তনের শিকার ও হতে হয়। অনেক সময় আগুনে দিয়ে নববধূকে পুড়িয়ে মারার ঘটনা ও ঘটে। এবং অনেক শ্বশুরবাড়ি নববধূকে বিষ খাইয়ে মেরে দেয়। এমনও ঘটনা প্রায়ই ঘটে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা এর অসহ্য দুঃখ, যন্ত্রণা সহ্য করতে না পারলে বাপের বাড়িতে নিয়ে আসে। সম্প্রতি কালে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত খবর দেখা যায় পূর্ব মেদিনীপুরে মা মেয়ের শ্বশুরের প্রত্যক্ষ মদতে ভাসুরের দ্বারা নববধূটিকে ধর্ষণ করানো হয়েছে।

যৌতুক প্রথার সমাধান :-

ভারত সরকার 1980 সালে যৌতুক বিরোধী আন্দোলন শুরু করেছে, 1983 সালে 3নং বিষয়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধী আন্দোলন পাস করা হয়েছে, 1986 সালের 6নং বিষয়ে পারিবারিক আদালত পাস করা হয়েছে, এবং নারী ও শিশু নির্যাতন আইন 2000 হাজার সালে পাস করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যৌতুকের কারণে কোনো নারীর মৃত্যু হলে তা জামিন অযোগ্য অপরাধ এবং মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা হলে তার শাস্তি হবে আজীবন কারাদণ্ড।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে আইন করে এ প্রথা দূর করা যাবে না, মানুষের মানসিকতা, লোভ ইত্যাদি স্বভাব দূর করতে হবে, এবং স্বামীদের আরও বেশি সচেতন হতে হবে, তবেই এই অমানবিক প্রথা নির্মূল হবে আইন করে নয়।

উপসংহার :=>

যৌতুক ব্যবস্থাটি তার পিতামাতার দ্বারা কনেকে দেওয়া উপহার হিসাবে শুরু হয়েছিল তা বর্তমান পর্যন্ত চলে, যেমনঃ বাবা-মা যদি "যৌতুক" হিসাবে বিয়ের করার জন্য অর্থ দাবি করে থাকে তবে তা সম্পূর্ণ ভুল হতে পারে।

তথ্যসূত্র

যৌতুকের প্রথা বা পণপ্রথা প্রকল্পটি আমি সম্পন্ন করেছি - এতে ড. জ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায় বাবু। ভোলা। স্যারের সাহায্য নিয়ে এবং আমাদের সমস্ত ক্লাসের সুশিক্ষকদের প্রতিটি শিক্ষকের সুন্দর প্রয়াস এবং এই অনুপ্রেরণায় আমার অন্যান্য শিক্ষকের ও শিক্ষিকাদের আশীর্বাদে মা - ও দিদা, আমি এই প্রকল্পটি তৈরি করতে পেরেছি।

କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱୀକାର

ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋଗିକ ବେଗରେ ଏହି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଅବଧାରଣ ଓ ଅଧ୍ୟୟନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମାନୀୟ ଶିକ୍ଷକ 'ସୁଦୀପ୍ତ ପ୍ରସାଦ ବେହେରା' ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ରେ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମି ଅତି ପ୍ରୀତି ହୋଇଥିଲି ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁ।

ଏହି ଜନ୍ୟ ଆମି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ - ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷଭାବେ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମି କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆମର ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ଜଣାଇ ବିଶେଷଭାବେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକର ସହାୟ କରିଛନ୍ତି।

ମହାବୀର ସ୍ୱାକ୍ଷର

ଅନୁଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି

ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର

Certificate

This is certified that Project Work Sub-mitted by Anamika Maji is done under the supervision of Subodh Prasad Rajak as Part of curriculum for the Project fulfillment of the requirement of the 6th semester Honours Final examination.

প্রকল্পের স্বীকৃতি

আমি আমার শিক্ষক মাননীয় সুবোধ প্রসাদ মজুমদার কে কৃতজ্ঞতার বিশেষ ধন্যবাদ জানাতে চাই। যিনি আমাদের এই সুন্দর প্রকল্পটি বিষয়ে সুযোগ দিয়েছেন — "বনভূমি" — সে আমাদের সাহায্য করেছেন এবং আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে পেরেছি।

দ্বিতীয়ত, আমি আমার অন্যান্য শিক্ষিকা ও শিক্ষকদের কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আমাদের এই প্রকল্পের সাহায্য করেছেন। এবং আমি আমার অভিভাবকদের ধন্যবাদ জানাই সাহায্যের জন্য।

ছাত্রীর স্বাক্ষর

অনামিকা মাজি

শিক্ষকের স্বাক্ষর